তারিখ : ১০ জানুয়ারি, ২০১৪

শাসনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজেপির উচ্চ ধারণা জানার অপেক্ষায় দেশ

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

এক মাসেরও বেশি, রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। তারপর থেকে জাতীয় রাজনীতির বিষয়সূচি অনেকটাই বদল হয়েছে।

২০১৩-র ১৩ সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণার আগে বিজেপি নেতৃত্ব সংগঠন ঠিক রেখে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল। নাম ঘোষণার পর নরেন্দ্র মোদী বিপুল সমর্থন পেয়েছেন। দলের সমর্থক ও কর্মীদের মধ্যেও দারুণ সাড়া জেগেছে। প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তাঁর রেটিং-ও সর্বোচ্চ শিখর ছুঁয়েছে। মোদী বনাম রাহুল বিতর্ক যে অতিশয়োক্তি তা ২০১৩-র ৮ ডিসেম্বরের বিধানসভা নির্বাচনের ফলেই স্পষ্ট হয়েছে। মোদী ও বিজেপি দুই-ই চূড়ান্ত নির্ধারণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে। দিল্লির ভোটে আম আদমি পার্টি নতুন চ্যালেঞ্জার হিসাবে উঠে এসেছে। গত এক মাসে আম আদমি পার্টি সংবাদমাধ্যম ও মানুষের মন জুড়ে ছিল। প্রতিক্রিয়া থেকে এই পার্টির সৃষ্টি। রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ছাড়াই আগে যাঁরা নির্বাচনে লড়েছিলেন তাঁরা এই নতুন দলে নাম লেখাতে চান। ভোট চেয়েও নতুন প্রার্থীরা টেলিভিশনে বেশি প্রচার পেয়েছেন। আজ তাঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের একটা মঞ্চ পেয়েছেন।

ভোট পরবর্তী দিল্লির আপ সরকারের কাজ মোটেও উৎসাহব্যঞ্জক নয়। দিল্লিকে বিশ্বমানের শহর করার করার কোনও কর্মসূচি নেই এই সরকারের। দিল্লিতে তাঁদের মন্ত্রীরা কোন গাড়িতে চড়বেন, কোন বাড়িতে থাকবেন, বিনামূল্যে কি বিলি করা হবে, মানুষকে জড়িয়ে কতটা সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার হবে সে সব দিকেই এঁদের ধ্যান বেশি। এ ধরনের প্রতীকী কাজের গুরুত্ব থাকলেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ায় না। এ সব কৌশলের স্থায়িত্বও বেশি দিন হয় না। তবে দেশের কিছু জায়গায় এই নয়া দলের সাময়িক ভাবে জায়গা করে নেওয়ার বিষয়টি কেউই উড়িয়ে দিতে পারবে না।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কর্মসূচি বদলের চেষ্টাও করছে আপ। কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে এরকম দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে না। কমনওয়লেথ গেমস কেলেঙ্কারি, টুজি বণ্টন, কয়লা ব্লক বণ্টন অথবা শীলা দীক্ষিত সরকারের দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলছে না।.তুচ্ছ কিছু দুর্নীতির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

একটি সংবাদপত্র নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণির মানুষ ও সামান্য কিছু নমুনা ভোট সমীক্ষা করেছে।

ভোট সমীক্ষা থেকে তিনটি বার্তা উঠে এসেছে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি হল, লোকসভা ভোটের আসরে কংগ্রেসের পায়ের তলায় জমি পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়টি হল, আপ তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। তৃতীয়ত, জাতীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে মোদী কয়েক মাইল এগিয়ে।

লাভজনক অবস্থাকে একত্রিত করাই এখন বিজেপির কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। বিশ্বাসযোগ্যতা, প্রার্থী ও সাংগঠনিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে আস্থা অর্জনের বহর বাড়াতে হবে। কংগ্রেস বর্জনের মুখে হওয়ায় বিজেপিই এখন পুরোভাগে। বিজেপিকে এখন তৎপরতা বাড়িয়ে প্রতিটি ঘরে পৌঁছতে হবে। প্রধানমন্ত্রী পদে মোদী, এই প্রচারের সঙ্গে আগামী দিনের দেশের কর্মসূচিকে জুড়তে হবে। এই কর্মসূচি হবে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট এবং উচ্চ ধারণা সম্পন্ন। এই উঁচু ধ্যানধারণাই ক্ষুদ্র দুর্নীতি-বিরোধী কেন্দ্রিক নতুন পার্টিকে মুড়িয়ে ফেলতে পারে। একথা বলাবাহুল্য যে, সদ্য অতীতে কংগ্রেসের দাম্ভিকতাই তাকে অবলুপ্ত করতে চলেছে। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর এত কম রেটিং-ও আগে কখনও হয়নি। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা হতাশাগ্রস্ত। লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ভাল ফল করবে এমন রাজ্য প্রায় নেই-ই। কংগ্রেসের ফলাফল অত্যাশ্চর্যভাবে একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকতে পারে।

নির্বাচনী কেন্দ্রের বিজেপি বিরোধী সক্রিয় কর্মীরা কংগ্রেসকে নিয়ে আশাহত। নতুন দলের উপর তাদের আনুগত্য প্রাধান্য পাচ্ছে। কংগ্রেসের ক্ষয়ে কে উপকৃত হবে? বিজেপি এই বিরল সুযোগ হাতছাড়া করবে না বলেই আমাদের আশা। নরেন্দ্র মোদীর মধ্যেই বিজেপির তরফে প্রধানমন্ত্রিত্ব হওয়ার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বেশি। দল ও নেতৃত্বের এখন উচিত ভারতের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে বড় ধারণা পৌঁছে দেওয়া।